শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীদেবীর ব্রত কথা।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদিরযেৎ।
বন্দেঃ হরিপ্রিয়াং দেবীং দারিদ্র দুঃখ-নাশিনী।

পুষ্প দুর্ব্বা হস্তে, শুনগো বঙ্গ ললনে।
লক্ষ্মী ব্রত প্রচার, মর্ত্তে হইল যেমনে॥
সুমধুর বসন্ত কাল, দোল পূর্ণমাসী দিনে।
জীবগন মগন আছে, আনন্দ মনে।
কৃষ্ণ রূপে আছেন বিষ্ণু, মর্ত্ত লোকে।
নারায়ণ রূপে আছেন, তিনি গোলকে॥
মর্ত্তে আছেন লক্ষ্মী, রাধা বিনোদিনী।
গোলকে আছেন তিনি কমলা রূপিণী॥
নারায়ণ সঙ্গে আছেন, বসি কমলিনী।
হেন কালে উপবিত হন নারদ মুনি॥
বীনা হস্তে মুখে সদা হরিনাম
যুগল চরণ মুনি করিল প্রণাম॥

সম্ভাসিল কমলিনী মধুর বচনে।
কেন বৎসের আগমন এই স্থানে॥
যে কারণে হেথা আমার আগমন।
বলি শুন মাগো তাহার কারণ॥
সর্ব্ব জীবে বলে কেন চঞ্চলা তোমারে।
গোলকে আগমন আমার তাহা জানিবারে॥
অজন্মা বসুন্ধরা কোন শস্য নাহি ফলে
অযথা ভেসে যায় অসময়ে জলে॥
এত দুঃখ পায় মানব কোন পাপেতে।
হয়েছে আগমন হেতা তাহা শুনিতে।
বলেন কমলা নারদ প্রতি।
নিজ দোষে হয় মানবের এই গতি।
দুঃখ কষ্ট মরন আদি যত বল।
অন্য কিছু নাহি তাহা বিনা কর্ম্মফল॥

হয় যদি এত অনাচার এই সংসারে।
থাকি আমি বল সেথায় কি প্রকারে।
না মানে আচার কোন নরনারী।
সর্ব্বদা যেই হেতু ঘটে দুঃখ মহামারি।
কমলা করেন প্রস্থান হইতে সেই স্থান।
আচার বিনা কলুষিত হয় যেই স্থান॥
আচার বিচার যবে ছাড়িল মানব।
তখনি পড়িল জানিবা হাহা কার রব।
আর্য্যধর্ম্ম ছাড়িল যবে কর্ত্তব্যে যবন।
অবিরত করিছে দেখ কত অভক্ষ্য ভক্ষণ।
মুনি ঋষি আদি যত শাস্ত্রজ্ঞগণ।
আছে যত বিধি শাস্ত্র বচন॥
কে করে বল তাহা এখন পালন
অনাচারে আছে সবে লিপ্ত সর্ব্বক্ষণ॥ ৩

ব্রত আদি যাগ যজ্ঞ নাই কিছু আর।
চতুর্দ্দিকে হেরি কেবল অনাচার ব্যভিচার॥
মজিল পাপেতে সব নর নারীগণ।
ছাড়িল সবে নিজ নিজ ধর্ম্ম সনাতন॥
অনাচারী হন এবে সব আর্য্য বধূগণ।
না মানে শ্বশুর শাশুরী বা পূজনীয়গণ॥
ঘৃণা করে কেহ নাহি দেয় ললাটে সিন্দুর।
অসভ্যের কাজ বলি তাহা করেছে দুর॥
সধ্ব সিন্দুর যাহা সৌভাগ্যের লক্ষণ।
যুবতীরা অবহেলে এবে করেছে বর্জ্জন॥
সেই হেতু স্থির কেহ না দেখে মোরে।
চপলা চঞ্চলা হইয়া তাই ফিরি ঘরে ঘরে॥
নাহি থাকি স্থিতি কোন খানে মুহূর্ত্তেক।
ভুগিছে জীবলোক তাই দুর্গতি এতেক॥

পূনঃ বলে নারদ মুনি শুনগো জননি।
কর কৃপা সর্ব্বলোকে ওগো প্রসন্ন বদনি॥
শীঘ্র যদি তব কৃপা নাহি হয়।
মর্ত্ত বাসী রসাতলে যাইবে নিশ্চয়॥
অন্ন বস্ত্রাভাবে সর্ব্বলোক অতিশীর্ণ দেহ।
পুত্র কন্যা বিক্রি করি খাইতেছে কেহ॥
অন্নাভাবে কত জন আত্মহত্যা করে।
কেবল হাহাকার রব হেরি প্রতি ঘরে॥
কত কষ্ট সহিছে মাগো মর্ত্ত বাসীগণ।
একবিন্দু দয়াতে তোমার রক্ষা পায় সর্ব্বজন॥
রসাতলে যাইতেছে এ ভারত সাধের।
দুর্ভিক্ষ পীড়িত সবে কি দুর্দ্দশা তাদের॥
নারদ বচনে হয়ে লক্ষ্মী তবে তুষ্ট।
বলেন শুন তবে কিসে যাবে জীবের কষ্ট॥

সদা করিবে যে নারী সেবা গোধন।
ভুলিবেনা করিতে সদা তুলসী মঙ্গলেপন॥
নিদ্রা হতে উঠে যে নারী প্রত্যুষ সময়ে।
শুদ্ধকরে সর্ব্বস্থান গোবর গুলা দিয়ে॥
শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ বস্ত্রে প্রণাম করিয়ে।
দেয় ধূপ বাতি প্রদোষ সময়ে॥
সদাচারী শুদ্ধাচারী যদি নারী হয়।
অচলা হইয়া থাকি নাহি সংশয়॥
সতী সাধ্বী প্রতিব্রতা যে নারী হয়।
রত থাকে পতি সেবায় সকল সময়॥
হিংসাদ্বেষ কপটতা কুটীলতা অহঙ্কার।
অথবা কলহ বিবাদ যারা করেছে পরিহার॥
তথায় কমলার দৃষ্টি হয় অনুক্ষণ।
অচলা হয়ে থাকি তথায় সর্ব্বক্ষণ॥

নাহি যাবে যতদিন অনাচার ব্যভিচার।
কভু কৃপা কটাক্ষ নাহি পাবে আমার॥
মানিবে যদা মানব আমার উপদেশ।
স্বজলা স্ফলা তখন দেখিবে সর্ব্বদেশ॥
সকল জানহ নারদ তুমি বারতা আমার।
যে কারণে কৃপা দৃষ্টি না পায় আমার।
ভ্রম তুমি ত্রিভুবন ওহে নারদ মুনি
করহ প্রচার শুনিলে যে বানি॥
প্রণমিয়া চলেন নারদ প্রসন্ন বদনে।
তবে জিজ্ঞাসেনে কমলা শ্রীনারায়ণে॥
ভুগিছে অশেষ কষ্টে মর্ত্ত বাসীগণ।
উপায় করহ প্রভু দেব নারায়ণ॥
দেহ মোরে উপদেশ করিব পালন।
যাহা হয় সুযুক্তি বলহ নারায়ণ॥

তুষ্ট হয়ে তবে প্রভু নারায়ণ।
সহাস্যে কমলা প্রতি বলেন তখন॥
লক্ষ্মীব্রত নর লোকে কর প্রচলন।
হইবে মানবের দুঃখ বিমোচন॥
করিলে লক্ষ্মী ব্রত প্রতি ঘরে ঘরে।
জানহ নিশ্চয় কষ্ট ঘুচিবে অচীরে॥
মর্ত্ত লোকে তুমি কর ব্রত প্রচার।
হইবে মানবের দুঃখ হ'তে প্রতীকার॥
গুরু বারে সন্ধ্যাকালে মিলি নারীগণ।
কমলায় পূজিয়ে পরে শুনিবে ব্রতের কথন॥
যাইবে তব কৃপায় সকল কষ্ট দূরে।
সুখসম্পদ বাড়িবে প্রতি ঘরে ঘরে॥
নারায়ণ বাক্যে কমলা হয়ে পুলকিত।
চলিলেন মর্ত্তলোকে হয়ে ত্বরিত॥

বিদর্ভ নাম নগরে হয়ে উপনীত।
দেখি শোভা নগরের অতি আনন্দিত॥
শ্রীসুমন্ত নামে রাজার হয় বসতি তথায়।
সম্পদে কুবের সম হেরিলেন তায়॥
দেখিলেন অট্টালিকা ভ্রম হয়ে মনে।
উপজিল যেন ইন্দ্রের ভবনে॥
স্বধর্ম্মে সদা মতি অতি পুণ্যবান।
নাই ভেদাভেদ নিত্য করে বহু দান॥
সাত ছেলের বাপ রাজা সমান গুণে গুণী।
কি চমৎকার যেমন রূপ তেমন গুণী॥
সর্ব্বজীবে সমভাব নাই অহংকার।
কালপূর্ণ হলে রাজা ছাড়িল ইহসংসার॥
অলক্ষ্মী চাপিল যারে লক্ষ্মী গেল ছাড়ি।
হইল সাতটী ভ্রাতার পৃথক হাড়ী॥

রাজ মাতার দায় হইল ঘরে তিষ্টিতে।
প্রাণ দিতে গেল রাণী বিজন বনেতে॥
মলিন বসন অতি শীর্ণ কায়।
অবিরত কাদিছে বৃদ্ধা হায় হায়॥
ব্যথীত হযে লক্ষ্মী রাণীর দুর্দ্দশায়।
উপনীত হলেন বনে অতি ত্বরায়॥
সদয় হযে দেবী ছদ্মবেশে রয়।
বলেন বৃদ্ধা দেহ তব পরিচয়॥
হও কাহার দুহিতা কাহার রমনী।
খুলিবা বল সব ওগো দুঃখিনী।
এতেক দুঃখ ঘটিল তব কিশের কারণে।
কি লাগি পশিবাছ এ ঘোর কাননে॥
খুলিয়া বল দুঃখিনী তব পরিচয়।
ঘুচাইব তব দুঃখ যদি সাধ্য হয়॥

যে পর্য্যন্ত ছিল রাজা বর্ত্তমান।
মম গৃহে কমলার ছিল অধিষ্টান॥
সাত পুত্র ছিল মম ঐশ্বর্য্য বিস্তর।
এসব রাখি রাজা হলেন লোকান্তর॥
রাজা গেল যে অবধি এ রাজ্য ছাড়ি।
ঘেড়িল অলক্ষ্মী আসি এই রাজপুরি॥
সম্পদাদি ধন বস্ত্র যাগা কিছু ছিল।
রাজার মরণে যেন সব পলাইল॥
সপ্ত পুত্র সপ্ত চুলা করেছে এখন।
দেব সদা বধুগণ অতি জ্বালাতন॥
শান্তি লাভ করিব ত্যজি প্রাণ এই বনে।
মনে মনে পণ আমি করেছি এখনে॥
লক্ষ্মী বলে রাণী না কর এ কুকার্য্য কখন।
আত্মহত্যায় হয় জানি নরকে গমন॥

লক্ষ্মী বলে যাও গৃহে, কর লক্ষ্মীব্রত।
সম্পদ হইবে পুনঃ আগেকার মত ॥
গুরু বারে সন্ধ্যাকালে ললনাগণ সবে।
ভক্তি ভরে নিরত লক্ষ্মীরে পূজিবে ॥
পিড়ি এক খানায় লক্ষ্মীর আসন পাতিবে।
সে আসনে গুয়া পান আদি সাজাইবে ॥
জলপূর্ণ ঘট রাখিবে আসনের পাশে।
পূজিতে অগ্রসর হইবে মনের উল্লাসে ॥
রাখিবে আম্রপল্লব ঘটের উপর।
সিন্দুর ফোটা দিয়ে তাহা করিবে সুন্দর ॥
জ্বালাইয়ে ধূপ বাতি সযতনে।
শুনিবে পাচালী সবে একমনে ॥
উলুধ্বনি দিয়ে করিবে পূজা সমাপন।
প্রসাদ লইয়ে যাবে নিজ নিজ ভবন ॥

আসনের সিন্দুর গুলিয়া তবে।
পড়িবে সেই সিন্দুরের ফোটা সবে ॥
পূজিবে বার মাস এই ভাবে যারা।
হইবনা কখন আমি তাদের কাছ ছাড়া ॥
অচল হইয়া থাকিব তাহাদের ঘরে।
ঘুচিবে অন্নকষ্ট বাড়িবে সম্পদ অচিরে ॥
লক্ষ্মীর আসন গৃহে যে নারী রাখে।
কমলার কৃপা দৃষ্টি তার প্রতি থাকে ॥
জলপূর্ণ ঘট আসন উপরেতে।
দিবে নিত্য ভোগ কিছু আমার নামেতে ॥
সুগন্ধ ধূপ দিবে সকালে বিকালে।
নাহি ছাড়ি তার গৃহ যাই কোন কালে ॥
লক্ষ্মীর নামে একটি ঘট রাখি প্রতি ঘরে।
রাখিবে মুষ্টি তণ্ডুল তাহার ভিতরে

এই ভাবে প্রতিদিন করিলে সঞ্চয়।
তার গৃহে কভু অভাব না হয়॥
সঞ্চয়ের পথ এই জানহ সকল।
অসময়ে পাইবে তাহার ফল॥
গুরু বারে হয় যদি তিথি পূর্ণমাসী।
হয়ে থাকিবে যদি ব্রত উপবাসী॥
জানিও লক্ষ্মী প্রসন্ন হন তাহার প্রতি।
বাড়ান সম্পদ আর সন্তান সন্ততি॥
দিবা নিদ্রা নারীগণ না যাইবে কখন।
সংসার কাজ কর্ম্ম করি সময় করিবে ক্ষেপণ॥
লক্ষ্মীরূপী চর্কা ছিল প্রতি ঘরে ঘরে।
ছিল সন্তুষ্ট সব মোটা ভাত মোটা কাপড়ে॥
অদৃষ্ট দোষে সেই চর্কা হন অন্তর্ধ্যান।
তাই এত দুর্ভিক্ষ ভুগিতেছে ভারত সন্তান॥

গৃহে ফিরে যাও মম ব্রত করহ প্রচার।
সম্পদ যত ছিল তাহা হইবে আবার॥
বশীভূত হইবে তব যত পুত্রবধুগণ।
আবার পাইবে ফিরে পূর্ব্ব রত্ন ধন॥
উপদেশী বৃদ্ধারে নিজ মূর্ত্তি ধরে।
দিলেন দেখা কমলা সেই রাণীরে॥
যুক্তকরে প্রণমিল বৃদ্ধা তাহারে।
সেই অপূর্ব্বরূপ আনন্দে নীহারে॥
করিলা প্রচলন লক্ষ্মী ব্রত তাহার ঘরে।
আবার পাইলা পূর্ব্ব সম্পদ তাহার সংসারে॥
একান্ন হইল তবে সাত ভ্রাতাগণ।
হিংসা দ্বেষ ভুলিল সব বধুগণ॥
লক্ষ্মীব্রত এই ভাবে প্রতি ঘরে ঘরে।
প্রচার হইল তবে বিদর্ভ নগরে॥

ভাগ্য গুণে একদিন ব্রত কথা শুনি।
আসিল তথায় একজন রমণী॥
স্বামী তার রোগগ্রস্থ অক্ষম উপার্জনে
ভীক্ষা করি কোন মতে খায় দুজনে॥
পতি আরোগ্য কামনা করিয়া তখন।
লক্ষ্মী ব্রত সেই নারী করিল আরম্ভন॥
কমলার কৃপায় তার ফিরিল সময়।
শুভ দিনে শুভক্ষনে হইল এক তনয়॥
লক্ষ্মী ব্রত করিতেছে মিলি বামা জন।
দৈবাৎ আসিল তথায় এক বণিক নন্দন॥
বিদ্রুপে জিজ্ঞাসে তখন সব বামা জনে।
কার পূজা করিছ সবে এক মনে॥
লক্ষ্মীর ব্রত মোরা করিতেছি সবে।
তাহার ব্রতেতে কভু দুঃখ নাহি হবে॥

অবহেলে বলে সেই বণিক নন্দন।
অকর্ম্মা নারীরা এই ভাবেই করে সময় কর্ত্তন॥
সুখ সম্পদ ভোগ যত কিছু ধন।
শ্রম বিনা ব্রতে নাহি হয় কখন॥
বুঝিব এ ব্রতের মহিমা কেমন।
কিছু না করিলে যদি লক্ষ্মী দেয় ধন॥
বণিকের বিদ্রুপে লক্ষ্মী হযে কুপিত।
অচিরে প্রদান করিল তাবে শাস্তি সমুচিত॥
একদা চলিল সাধু পঞ্চ ভ্রাতা নিয়া।
পঞ্চ নৌকা ভরিয়ে নানা দ্রব্য দিয়া॥
দৈবাৎ ডুবিল তরণী অতল সিন্ধু-জলে।
এমনই হয় সবার কুমতি হইলে॥
অগ্নিতে হইল তার গৃহ ছারখার।
অন্ন ভাবে সাধু করে সদা হাহাকার।

জঠর যন্ত্রণা না পারি সহিতে।
ভিক্ষা করিতে যায় পঞ্চ ভাই দেশান্তরেতে ॥
ঘুরে আসি নানা দেশ, পুণঃ বিদর্ভ নগরে।
আসি দেখে বামাগণ লক্ষ্মী ব্রত করে ॥
আগের কথা সাধুর হইল স্মরণ।
বুঝিল তখন তাহার কষ্টের কারণ ॥
করিণু হেলা কমলারে, পড়ি অহঙ্কারে।
সেই হেতু পড়িলাম, এ বিপদ সাগরে ॥
একান্তে এক মনে, হযে ভক্তি মতি।
লক্ষ্মীর করে সাধু, বহু স্তব স্তুতি ॥
স্তব শুনি লক্ষ্মী, হইয়া সন্তুষ্ট।
অচীরে ঘুচাইলেন, বনিকের কষ্ট ॥
নারায়ণ সহ লক্ষ্মী অচলা থাকেন সেই ঘরে।
পড়ে সদা লক্ষ্মীর পাচালী বা রাখে যেই ঘরে ॥
পতি ব্রতা স্বাধ্বী সতী যত নারীগণ।
করহ প্রণাম পুথি হল সমাপন ॥

শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীদেবীর স্তোত্রম।

নমো লক্ষ্মৈ। ঈশ্বর উবাচ।

ত্রৈলক্য পুজিতে দেবী কমলে বিষ্ণু-বল্লভে।
যথাত্বৎ সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভবময়িস্থিরা॥
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতি-র্হরি প্রিয়া
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পৎসৃষ্টি শ্রীপদ্মধরিণী
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সং পূষ্য যঃ পঠেৎ
স্থিরা লক্ষ্মী র্ভবেত্তস্য পুত্র দারা দিভিঃ সহঃ॥

পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্র।

নমস্তে সর্ব্ব দেবানাং বরদাসি হরি প্রিয়ে।
যাগতিস্তৃৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চ্চনাৎ॥

প্রণাম মন্ত্র।

নমো বিশ্চরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহিমাং দেবী মহালক্ষ্মী নমো হস্ততে॥
ধন দায়ৈ নমস্তুভ্যং নিধিপদ্ম হৃতায় চ।
ভবন্তু তৎ প্রসাদান্নে ধন ধান্যাদি সম্পদঃ॥
বন্দে বিষ্ণুপ্রিয়াং দেবীং দারিদ্র দুঃখ নাশিনী।
ক্ষীরোদ সম্ভবা দেবী বিষ্ণু বক্ষ বিলাশিনী॥

সমাপ্ত।